দৈনিক সংবাদ

004

তারিখ ... 08 JAN 1988 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৮ ...

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় খোলার আগেই আবার বন্ধ ঘোষণা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

চট্টগ্রাম, ৭ই জানুয়ারী।---চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় খোলার আগেই, অনির্দিষ্টকালের জন্য আবার বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। গতকাল গভীর রাতে উপাচার্য মোহাম্মদ আলীর সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, "অনিবার্য কারণবশতঃ পরবর্তী ঘোষণা না দেয়া পর্যন্ত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ক্লাস ও আবাসিক হলসমূহ বন্ধ থাকবে। এই সঙ্গে শীতকালীন ছুটির পর আবাসিক হলসমূহ খোলার ও ক্লাসসমূহ শুরু করার ঘোষিত তারিখ ৭ ও ৯ই জানুয়ারী বাতিল করা হলো। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আইন '৭৩-এর ১৩(৩) ধারায় উপাচার্যকে অর্পিত ক্ষমতাবলে এ আদেশ জারি করা হলো।"

গতকাল সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে দু'দল ছাত্রের মধ্যে সংঘটিত এক সশস্ত্র সংঘর্ষের পর রাত ১টায় উপাচার্য এ ঘোষণা দেন। এই সংঘর্ষে দু'জন বহিরাগত গুলীবিদ্ধসহ ১৪ জন আহত হয়।

উল্লেখ্য, আজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের হলসমূহ খোলার কথা ছিল। এদিকে দূরদূরান্ত থেকে আগত শত শত ছাত্র-ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে যাবার জন্য আজ সকালে রেল ষ্টেশনে অপেক্ষা করতে থাকে। হঠাৎ বন্ধের ঘোষণায় তারা বিপাকে পড়ে যায়।

উপাচার্যের ভাষ্য

গতকালের ঘটনা সম্পর্কে উপাচার্য জানান, "কিছুসংখ্যক

(শেষ পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

বন্ধ ঘোষণা

(১ম পাতার পর)

বহিরাগত বাস, মাইক্রোবাস ও জীপ গাড়ীযোগে গুলী ছুড়তে ছুড়তে ক্যাম্পাসের প্রধান ফটকের তালা ভেংগে একটি দল অবস্থান নেয়। তারা আলাওল হলেরও দরজা-জানালা ভেংগে ভেতরে প্রবেশ করে। এমনকি সারারাত ক্যাম্পাসের সড়কগুলোতে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে টহল দিতে থাকে। এক পর্যায়ে তারা টেলিফোন এক্সচেঞ্জ দখল করে নেয়। তিনি বলেন, এই সংঘর্ষ '৮৬-র ২৫শে নভেম্বরের সহিংস ঘটনার জেরও হতে পারে। তবে সশস্ত্র ব্যক্তিদের পরিচয় জানা যায়নি। ঘটনার ব্যাপারে রাত ১১টার দিকে সিণ্ডিকেটের এক সভা আহ্বান করা হলেও নিরাপত্তার অভাবে সে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়নি। পরে উপাচার্য এককভাবে বিশ্ববিদ্যালয় না খুলে বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

উপ উপাচার্য জানান, ঘটনার ব্যাপারে আজ সকাল পর্যন্ত প্রক্টর ও প্রভোষ্টরা তাকে কিছুই জানাননি। প্রক্টর অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদ জানান, গত রাতে ক্যাম্পাসে অনুপ্রবেশকারীরা এখনো বিভিন্ন হলে অবস্থান করছে। তিনি জানান, ফৌজদারী মামলায় অভিযুক্ত ১২ জন ছাত্রের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষ কোন ব্যবস্থা নিতে পারে না।

সিণ্ডিকেটের সভা

আজ বেলা ১১টায় উপাচার্যের শহরস্থ বাসভবনে সিণ্ডিকেটের এক জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ৬ঘন্টা স্থায়ী এ সভায় বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রাখা সংক্রান্ত উপাচার্যের একক পদক্ষেপ গ্রহণের সমালোচনা করে '৮৬র নভেম্বর থেকে আজ পর্যন্ত সংঘটিত সংঘর্ষের পর্যালোচনা করা হয়। সিণ্ডিকেটের সভায় উপাচার্যের ক্যাম্পাসে অবস্থান না করার ব্যাপারে তুমুল বিতর্ক হয়। সভায় এখনো হলে অবস্থানকারীদের সাথে আলোচনা করার জন্য প্রভোষ্ট ও প্রক্টরকে নির্দেশ দেয়া হয় এবং তাদের প্রদত্ত রিপোর্ট অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

সিণ্ডিকেটের সভা চলাকালীন সময়ে ২২টি ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও সাধারণ ছাত্ররা উপাচার্যের বাসভবনে সমবেত হয়। এক পর্যায়ে ছাত্র নেতৃবৃন্দ সিণ্ডিকেটের সভায় উপস্থিত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেবার দাবী জানান এবং বিশ্ববিদ্যালয়কে সন্ত্রাসমুক্ত ও শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনার অঙ্গীকার প্রদান করেন।

আগামীকাল বিকেল সাড়ে ৩টায় সিণ্ডিকেটের পুনরায় সভা অনুষ্ঠিত হবে। সভায় উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি সম্পর্কে রিপোর্ট প্রদান করবেন।

শিক্ষক সমিতি ও ছাত্র সংগঠনের ক্ষোভ

বিশ্ববিদ্যালয় খোলার প্রাক্কালে আকস্মিকভাবে বন্ধ ঘোষণা করায় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ও বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন ক্ষোভ প্রকাশ করেছে।

আজ সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবে অধ্যাপক আবদুল মান্নানের সভাপতিত্বে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির জরুরী সভায় সিণ্ডিকেটের সাথে পরামর্শ না করে একতরফা ও একক সিদ্ধান্তে আকস্মিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণাকে অগণতান্ত্রিক ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে উল্লেখ করে অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেবার দাবী জানানো হয়। সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ে সৃষ্ট ঘটনার জন্য উপাচার্যকে দায়ী করা হয়।

এছাড়া চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০টি ছাত্র সংগঠনের পক্ষ থেকে পৃথক পৃথক বিবৃতিতে বিশ্ববিদ্যালয় পুনরায় বন্ধ ঘোষণার নিন্দা এবং অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয় খোলার দাবী জানানো হয়। বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণার প্রতিবাদে আজ সকালে সোহরাওয়ার্দী হলের সামনে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

শিক্ষক আন্দোলন

২২টি ছাত্র সংগঠন